ফর্ম জে (২) কলকাতা হাইকোর্টে

সাংবিধানিক রিট এক্তিয়ার

আপিল বিভাগ

বর্তমান:

মাননীয় বিচারপতি বিবেক চৌধুরী

২০২৩-এর ডব্লিউ. পি. এ ২৪৩৪৪

তিমির বারান প্রামাণিক

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

আবেদনকারীর জন্য : শ্রীমতী রেশমা ঘোষ

শ্রীমতী বার্নালি গান্টাইট

রাজ্যের জন্য : শ্রী চণ্ডী চরণ দে,

অতিরিক্ত সরকারী অনুরোধকারী

শ্রী অনির্বাণ সরকার

পণ্য সংখ্যা. ০৯

শুনানি ও রায়ে : ১৭.১০.২০২৩

বিচারপতি, বিবেক চৌধুরী,

সল্টলেক পুনরুদ্ধার প্রকল্পের জন্য কখনও কখনও 1968-69 সালে 1894 সালের আইন I-এর বিধানের অধীনে পূর্বসূরি-ইন-সুদের জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবিসংবাদিতভাবে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।

আবেদনকারীর মামলা হলো যে, উক্ত প্রকল্পে প্রায় ৩.৫৯ একর জমির প্রয়োজন ছিল না। সল্টলেক পুনরুদ্ধার বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহানগর উন্নয়ন বিভাগের সহকারী সচিবকে উক্ত তথ্যটি অবহিত করেছিলেন।

স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে প্রায় ৩.৫৯ একর জমিটি এমন স্থানে অবস্থিত যেখানে পুনরুদ্ধারের কাজ পরিচালনা করা কঠিন ছিল এবং প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয়ও ছিল না। সুতরাং, উক্ত জমিটি পূর্বের মতোই দাবিবিহীন অবস্থায় পড়ে ছিল এবং এটি প্রকল্পের সীমানার বাইরে রাখা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের উপ-সচিব উত্তর ২৪ পরগনার এল.এ. কালেক্টরকে একটি চিঠি জারি করেন যাতে জমিটি অধিগ্রহণ করা ব্যক্তির অনুকূলে হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটি হস্তান্তর করা হয়। আবেদনকারীরা আরও বলেন যে আবেদনকারীর সময়কাল ধরে অধিগ্রহণটি কেবল কাগজে-কলমে করা হয়েছিল এবং তার আগে তার পূর্বসূরির স্বার্থ ছিল উক্ত জমির ভৌত দখলে। রাজ্য বিবাদীদের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও এবং আবেদনকারীর অনুকূলে তার জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য কালেক্টর আবেদনকারীকে এল.এ. কালেক্টর কর্তৃক প্রদত্ত এবং গৃহীত ক্ষতিপূরণ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। রাজ্য বিবাদীরা আবেদনকারীর অনুকূলে উক্ত জমি ফেরত দিতে বিলম্ব করছিলেন। এর ফলে আবেদনকারী ১৯৯৯ সালের WP No.21972(W) দাখিল করেন। উক্ত রিট আবেদনটি ১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ তারিখে একটি সমন্বিত বেঞ্চ নিষ্পত্তি করে এবং রায় দেয় যে, অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে এবং অধিগ্রহণকৃত জমি সরকারের হাতে ন্যস্ত রয়েছে।

অতএব, আবেদনকারীর অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজ্যের হাতে ন্যস্ত জমি ফেরত পাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। তদনুসারে, উক্ত রিট পিটিশনটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে, উত্তর ২৪ পরগনার কালেক্টরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৪ থেকে ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯ পর্যন্ত সময়ের জন্য বার্ষিক ১৮ শতাংশ হারে সুদের সাথে আইনী উত্তরাধিকারী এবং প্রতিনিধিদের কাছে যে পরিমাণ অর্থ জমা করেছেন তাদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ফেরত দেওয়ার জন্য। আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী উল্লেখ করেছেন যে যদিও এল. এ. কালেক্টর উক্ত পরিমাণ অর্থ জমা দিয়েছিলেন, আবেদনকারী তা গ্রহণ করেননি। পরবর্তীকালে, আবেদনকারী ১৯৯৯ সালের ডব্লিউপি নং ২১৯৭২ (ডাব্লু)-এর উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন। উক্ত আপিলটি ২০০৬ সালের এফএমএ ১৮৮২ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ প্রতিযোগিতার আপিল খারিজ করে দেয়। এইভাবে, একটি একক বেঞ্চ দ্বারা উপরোক্ত সংখ্যাযুক্ত রিট পিটিশনের রায়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল। এই রায়কে সমর্থন করে আবেদনকারী ইন্দোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বনাম মনোহরলাল এবং অন্যান্যরা ২০১৯ সালের আইএ নং ১৭০৩৪৬-এ মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করেছিলেন। পরবর্তীকালে, বিদ্বান কৌঁসুলি স্বাধীন কার্যধারা শুরু করার জন্য যথাযথ আবেদন দায়ের করার স্বাধীনতা সহ উক্ত আবেদনটি প্রত্যাহার করার অনুমতি চেয়েছিলেন। তদনুসারে, উক্ত আবেদনটি -কে স্বাধীনতা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। তদনুসারে, উল্লিখিত আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল দরখাস্তকারীকে এই নির্দেশ দিয়ে স্বাধীন প্রক্রিয়া শুরু করার স্বাধীনতা দিয়ে যে যখন এই ধরনের একটি আবেদন দাখিল করা হয়, তখন এটি আইন অনুসারে এবং নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

মাননীয়া সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ২০১৯ সালের আই. এ নং ১৭০৩৪৬-এর নিষ্পত্তি হওয়ার পর, আবেদনকারী উত্তর ২৪ পরগনার মুজা কৃষ্ণপুর এবং মহিষবাথনে সি. এস প্লট নং -এ নথিভুক্ত ৩.৫৯ একর জমি অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়ার জন্য উত্তরদাতাদের নির্দেশ দিয়ে একটি রিট জারি করার অনুরোধের সাথে তাত্ক্ষণিক আবেদনটি পছন্দ করেছেন। আবেদনকারী রাজ্য উত্তরদাতাদের দ্বারা জারি করা ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখের চিঠিটি বাতিল এবং/অথবা মন্দার জন্যও অনুরোধ করেছেন।

আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিল যুক্তি দেখান যে, রাজ্য সরকারের উপযুক্ত আধিকারিকদের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবেদনকারীর পক্ষে জমি পুনর্বাসন ও পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। পরবর্তীকালে, এল. এ. কালেক্টর আবেদনকারীকে জানান যে, বিষয় জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং রাজ্যের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল এবং তাই, আবেদনকারীর পক্ষে উক্ত জমি পুনর্বাসন করা যাবে না। আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিল জমা দেন যে বিষয় জমিটি ১৮৯৪ সালের প্রথম আইনের বিধান অনুসারে অধিগ্রহণ করা হয়নি। রায় ঘোষণার পরে অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ হয়। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে পুরষ্কার ঘোষণা করা হয়েছিল এবং আবেদনকারীকে স্বীকৃতভাবে প্রদান করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, এল. এ. কালেক্টর রায় দিয়েছিলেন যে বিষয় জমির কোনও সরকারি উদ্দেশ্যে প্রয়োজন নেই এবং এটি

আবেদনকারীর পক্ষে পুনর্বাসিত করা হবে। এই ভিত্তিতে, এল. এ. কালেক্টর আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কালেক্টরেটের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি পুরো ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কোষাগারে জমা করেন। তাছাড়া, আজ অবধি অধিগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ জমির প্রকৃত দখল নেয়নি। সুতরাং, আবেদনকারী সেই জমি ফেরত পাওয়ার অধিকারী। বিকল্প হিসাবে তিনি জমি অধিগ্রহণ পুনর্বাসন ও পুনর্বাসন আইনের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ এবং স্বচ্ছতার অধিকার, ২০১৩-এর ধারা ২৪ (২)-এর অধীনে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং পুনর্বাসন পাওয়ার অধিকারী।

বিদ্বান অতিরিক্ত সরকারি উকিল আবেদনকারীর পক্ষ থেকে করা আবেদনের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর দ্বারা বলা হয়েছে যে একবার কোনও সম্পত্তি রাজ্যে ন্যস্ত হয়ে গেলে তা বিক্রি করা যাবে না। জমির মালিকের পক্ষে নিক্ষিপ্ত জমি ত্যাগের জন্য ১৮৯৪ সালের ১ম আইনে কোনও বিধান নেই। ১৯৯৯ সালের ডব্লিউপি ২১৯৭২ (ডব্লিউ)-এ পাস হওয়া আদেশ থেকে মনে হয় যে একটি সমন্বয় বেঞ্চ বলেছিল যে আবেদনকারী কেবল ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী এবং রাজ্য উত্তরদাতাদের প্রতি বছর ১৮ শতাংশ সুদের হারে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়। সুতরাং, এই আদেশটি ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল। এইভাবে, বিষয় জমির হস্তান্তর এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রশ্নটি অবশেষে নিষ্পত্তি হয়েছে। সুতরাং, প্রশ্নটি হতে পারে না। সুতরাং, এই পর্যায়ে প্রশ্ন পুনরায় খোলা যাবে না।

আবেদনকারী এবং রাজ্যের উত্তরদাতাদের পক্ষে বিদ্বান উকিলদের কথা শুনে এবং নথিতে থাকা সমস্ত উপকরণ যত্ন সহকারে পর্যালোচনার পর আমি দেখতে পাই যে, সংশ্লিষ্ট জমির ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং জমিটি রাজ্যের হাতে ন্যস্ত ছিল। অতএব, সংশ্লিষ্ট জমি বা তার কোনও অংশ ত্যাগ করার কোনও সুযোগ নেই, বিশেষত যখন অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি পুরষ্কার প্রকাশ করে এবং তার অধীনে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে শেষ করা হয়েছিল। এই আদালত আরও খুঁজে পেয়েছে যে ধারা ২৪ (২) এই মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নয় কারণ বিষয় জমিটি রাজ্যের হাতে ন্যস্ত ছিল এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। জমি হস্তান্তরের পর একবার পুরস্কার প্রকাশিত হলে আবেদনকারী ক্ষতিপূরণ বা পুরস্কার গ্রহণ করেছেন কিনা তা বিবেচ্য নয়। ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও স্বচ্ছতা আইন, ২০১৩-এর ২৪ (২) ধারার প্রয়োগের কোনও পদ্ধতি নেই।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না। তদনুসারে, তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশন খারিজ করা হয়।

তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

(বিচারপতি, বিবেক চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly